দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 17 DEC 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম 5

আইন শিক্ষা ব্যবস্থা পর্যালোচনা

এস, এম, সুলায়মান মজনু

পূর্ব প্রকাশিতের পর

অভ্যাস মনুষকে পারদর্শী করে তোলে এটি চিরসত্য। অন্য দু'টি বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে 'প্রাকটিকাল'-এর ব্যবস্থা রয়েছে প্রচুর পরিমাণে। এমনকি চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক বছর শুধু প্রাকটিশনার হয়েই থাকতে হয়। আইনও যেহেতু মানুষের সাথে সার্বিকভাবে সম্পর্কিত, তাই এক্ষেত্রে অধিক সচেতন হওয়া প্রয়োজন। আইন সম্পর্কে অপূর্ণ জ্ঞান নিরপরাধীর শাস্তি কিংবা অপরাধীকে অধিকার হারা করতে পারে, যে কোন সময়। এটি আইনের মূলনীতি বিরোধী।

চাকুরী ক্ষেত্রে আইনের ছাত্রঃ

ক'মাস আগে আমাদের জাতীয় সংসদে বিল উত্থাপিত হয়েছে প্রসাশন ও বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণ নিয়ে। অসংখ্য ধন্যবাদ এরূপ যুগোপযোগী চিন্তা-ভাবনার জন্যে। এটি নিঃসন্দেহে প্রশংশীয় ও একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রতিবেশী দেশ ভারত ও পাকিস্তানে প্রশাসন ও বিচার বিভাগ পৃথক থাকলেও আমাদের দেশে সরকারী আমলাদের প্রতিকূল চাপের কারণে বিলটি আজো পাস হয়নি। অথচ আমাদের সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে— "রাষ্ট্র শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ নিশ্চিত করবে। আমরা এখনো আশাবাদী বিলটি নতুন সংসদের প্রথম অধিবেশনেই পাস হবে। কারণ এটি ন্যায় বিচার প্রশাসনের জন্য একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। প্রলোভন, ভীতি প্রদর্শন, প্রতিশ্রুতি দিয়ে অপরাধ স্বীকারোক্তি আদায় করলে বা পুলিশ অফিসারের নিকট দেয়া কোন স্বীকারোক্তি সাক্ষ্য আইনে (ধারা ২৪ ও ২৫) গ্রহণযোগ্য নয়, ন্যায় বিচারের স্বার্থে। অর্থাৎ প্রভাবশালী তাই যুক্তিসঙ্গত কারণেই এ পদ্ধতিটিতে আইনের ছাত্ররা নিয়োগ লাভের অধিকারী। বিপরীত অর্থাৎ ঔপনিবেশিক শাসনামল থেকে যে নিয়মটি রয়েছে তাতে এ পদ্ধতিটিতে আইন বিশেষজ্ঞের দরকার নেই। এটি তারা করেছিলেন তাদের নিজেদের স্বার্থে।

কারণ, ম্যাজিস্ট্রেটগণ ছিলেন তাদেরই লোক। এটি দেশীয়দের স্বার্থ রক্ষা করেনি আদৌ। ব্যক্তিগত আইন (হিন্দু/মুসলিম) সম্পর্কে তাঁরা (ইংরেজরা) অপরিচিত ছিলেন বিধায় ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের ভার এ দেশীয়দের হাতে দেয়া হয়েছিল। তাও আবার আইন প্রয়োগের জন্যে নয়। আইন নির্দিষ্ট করণের জন্যে। আমাদের দেশে দেওয়ানী বিচারকদেরকে (মুন্সেফ, সাবজজ, জজ) জনগণ থেকে সর্বদাই বিচ্ছিন্ন রাখা হয় কারণ তারা

কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রতিবেশী দেশ ভারত ও পাকিস্তানে প্রশাসন ও বিচার বিভাগ পৃথক থাকলেও আমাদের দেশে সরকারী আমলাদের প্রতিকূল চাপের কারণে বিলটি আজো পাস হয়নি। অথচ আমাদের সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে— "রাষ্ট্র শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ নিশ্চিত করবে। আমরা এখনো আশাবাদী বিলটি নতুন সংসদের প্রথম অধিবেশনেই পাস হবে। কারণ এটি ন্যায় বিচার প্রশাসনের জন্য একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। প্রলোভন, ভীতি প্রদর্শন, প্রতিশ্রুতি দিয়ে অপরাধ স্বীকারোক্তি আদায় করলে বা পুলিশ অফিসারের

নিকট দেয়া কোন স্বীকারোক্তি সাক্ষ্য আইনে (ধারা ২৪ ও ২৫) গ্রহণযোগ্য নয়, ন্যায় বিচারের স্বার্থে। অর্থাৎ প্রভাবশালী ব্যক্তির নিকট প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারোক্তি আইনের চোখে মূল্যহীন। তাই স্বাধীন সম্মতি কথাটি আইনে অত্যন্ত তাৎপর্যমণ্ডিত বিচারকের যেখানে স্বাধীনতা নেই, প্রশাসন দ্বারা যে প্রভাবিত, সেখানে সর্বক্ষেত্রেই ন্যায় বিচার চাওয়াটা অনেক সময় অষাঢ়ে গল্পের মতো। তাই ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত বিচারবিভাগকে সর্বপ্রকার প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা অবশেষে কোন বিশেষ কারণে যদি উত্থাপিত বিলটি অঙ্কুরেই মারা যায়, তাহলে ম্যাজিস্ট্রেটদের পদ আইনের ছাত্রদের জন্যে সংরক্ষিত রাখতে হবে। কারণ মেজিস্ট্রেটদের দু'টো এখতিয়ার রয়েছে— একটি বিচারিক অপরটি প্রশাসনিক। বিচারিক এখতিয়ার আইনের ছাত্ররা দক্ষতার সাথে পালন করতে পারবে এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু প্রশ্ন প্রশাসনিক এখতিয়ার নিয়ে। হ্যাঁ, এটিও তারা পারবে। কারণ, প্রশাসনিক আইনটিও তাদের পড়ালে হয়।

কারণ, ম্যাজিস্ট্রেটগণ ছিলেন তাদেরই লোক। এটি দেশীয়দের স্বার্থ রক্ষা করেনি আদৌ। ব্যক্তিগত আইন (হিন্দু/মুসলিম) সম্পর্কে তাঁরা (ইংরেজরা) অপরিচিত ছিলেন বিধায় ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের ভার এ দেশীয়দের হাতে দেয়া হয়েছিল। তাও আবার আইন প্রয়োগের জন্যে নয়। আইন নির্দিষ্ট করণের জন্যে। আমাদের দেশে দেওয়ানী বিচারকদেরকে (মুন্সেফ, সাবজজ, জজ) জনগণ থেকে সর্বদাই বিচ্ছিন্ন রাখা হয় কারণ তারা জনসাধারণের সংস্পর্শে আসলে বিচারকার্য কলুষিত হতে পারে। কিন্তু ফৌজদারী বিচারকগণ (উপজেলা ম্যাজিঃ জেলা ম্যাজিঃ) রাষ্ট্রীয় অপরাধ সংক্রান্ত বিচারকার্যে নিয়োজিত থেকেও তারা অবাধে জনসাধারণের সাথে মিশতে পারে। এ বিমাতাসুলভ আচরণ আর চলতে দেয়া যায় না। ফৌজদারী বিচারকদেরকেও জনসংযোগ থেকে দূরে রাখতে হবে। দিন দিন সমাজে মানুষের মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার অবক্ষয় হচ্ছে। এমতাবস্থায় বিচারকদের সবার সাথে মিশতে দিলে খোলামেলা সংযোগের প্রভাব তার বিচারকার্যে পড়বে এটাই স্বাভাবিক। একটি দেশের বিচার ব্যবস্থা যদি কলুষিত হয়ে যায়, তাহলে আইন শৃঙ্খলার ক্রমাবনতি অনিবার্য। আর আইন শৃংখলার অবনতি দেশকে দ্রুত ঠেলে নেবে বিপর্যয়ের দিকে।

অপ্রতিষ্ঠানিক শিক্ষাঃ

রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র প্রভৃতি গণমাধ্যমগুলো আইন শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কারণ আমাদের দেশের প্রায় ৮৮% জনগণ নিরক্ষর কিন্তু এরা গণমাধ্যমগুলোর সাথে অনেকটা সম্পৃক্ত। কিন্তু কী হচ্ছে এগুলোতে?

রেডিও বাংলাদেশ ঢাকা থেকে প্রতি সপ্তাহে একদিন 'দর্পণ'-এ পাঁচ মিনিট এবং রেডিও বাংলাদেশ খুলনা কেন্দ্র থেকে "দৃষ্টিপাত"-এ প্রতি সপ্তাহে একদিন মাত্র পাঁচ মিনিক আইন সম্পর্কে নিয়মিত কিছু বক্তৃতা প্রচার করা হয়। যতোটুকুন জানি তাতে এ শক্তিশালী গণমাধ্যমটি আইনের উপর এর চেয়ে বেশী ভূমিকা পালন করছে না নিয়মিতভাবে। কিন্তু এটুকুই কী যথেষ্ট? গ্রামে গঞ্জে, প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে এই রেডিও সেট। শিক্ষার আলোর পরশ যারা আদৌ পায়নি তাদের ঘরেও এটি দেখা যায়। তাই আইন বিষয়ক ও অপরাধ বিরোধী কথিকা এদেরকে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও অপরাধের প্রতি বিদ্বেষী করতে গড়ে তুলতে পারে। জমিজমা সংক্রান্ত আইন, পারিবারিক আইনসমূহ, নারীর অধিকার সংক্রান্ত আইন ও এর সাম্প্রতিক পরিবর্তনসমূহ ব্যাপকভাবে প্রচার করলে সুফল পাওয়া যাবে সন্দেহ নেই। যেমন পবির পরিকল্পনা বিষয়ক ব্যাপার প্রচারের ফলে এটি দিন দিন জনসাধারণের নিকট গ্রহণীয় হয়ে ওঠেছে।

টেলিভিশনও আজ প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। জরিপে দেখা গেছে মোট প্রচার সময়ের ০.৮৩ ভাগ সময় আইন বিষয়ক একমাত্র তথ্যভিত্তিক অনুষ্ঠান "আইন আদালত" প্রচারিত হচ্ছে। এটি প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল। কারণ, এর কয়েকগুণ বেশী সময় ব্যাপী প্রচারিত হয় অপরাধোত্তেজক অনুষ্ঠানমালা। দুঃখের বিষয় যে, বিটিভি'র সবচে' জনপ্রিয় ও প্রশংসনীয় অনুষ্ঠান আইন আদালত এখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে।

সংবাদপত্রগুলো এ বিষয়ে প্রায় নীরব। জানা মতে আইনের ওপর নিয়মিত কোন কলাম নেই। ক'বছর আগে জনাব গাজী শামছুর রহমান সংবাদে প্রতি সপ্তাহে একটি নিবন্ধ লিখতেন আইনের ওপর কিন্তু সেটিও এখন নেই। সংবাদপত্রে শুধু আইন বিষয়ক নিবন্ধ চাপানো হলেও তাকে আইনগত সাহায্য বলা যায় না। ন্যায়-অন্যায় বিশ্লেষণে অন্যায়ের বিরোধী পক্ষ অবলম্বন করতে হবে। অনেক সময় ভয় লোভ অথবা চাপের মুখে সংবাদপত্রগুলো নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে, পক্ষান্তরে অপরাধে প্ররোচনা দানকারী প্রচারণা ঠিকই রয়েছে। বাজারে অনেক অশ্লীল পত্রিকা (মাসিক, সাপ্তাহিক) রয়েছে যার প্রতিটি ছবি ও শব্দ যুব সামাজকে গুরুতর অপরাধের দিকে ধাপিত করছে। সম্প্রতি হংকং-এ 'তের' বছরের একটি মেয়ের নগ্ন দেহ প্রকাশ করায় চীনা কর্তৃপক্ষ পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ করেছেন। (আমাদের দেশেও পত্রিকা বন্ধ করা হয় তবে একারণে নয় অন্য কারণে)।

আমাদের দেশেও এসব পত্রিকার প্রকাশনা নিষিদ্ধ করে রুচিশীল সব পত্রিকাগুলোতে আইন ও অপরাধ বিষয়টির নিয়মিত কলাম রাখতে হবে। এজন্য ধন্যবাদ বিচিত্রা সম্পাদককে পকেট আইন'র জন্য। ধন্যবাদ রহস্য পত্রিকার সম্পাদককেও।

চলচ্চিত্রের কথা সে তো বলাই বাহুল্য। উদ্ভট আর বানোয়াট গল্পে ভরা বর্তমান জমানার ছবিগুলো। কোনটাতে আবার ঘটনা কিংবা কাহিনী নয়, প্রায় নগ্নদেহ প্রদর্শনই ওগুলোর মূল বিষয়বস্তু। দেশ সেবা নয়, দু'টো পয়সাই ওসব ব্যবসায়ীদের মূল কথা। শ্লীলতার ভিতরে থেকেও মানুষকে আনন্দ দেয়া যায় এর উপমা অনেক রয়েছে এবং এটিই নির্মল আনন্দ। তাই প্রতিটি ছায়াছবির কাহিনী হতে হবে গঠনমূলক এবং ফুটিয়ে তুলতে হবে অপরাধ ও তার আইনগত প্রতিকার। অপপ্রচার বন্ধ না করা হলে সুপ্রচার আশানুরূপ ফল দেবে না।

আমার পর্যালোচনার সাথে সবাই একমত হবেন এ বিশ্বাস আমিও রাখি না। কারণ, রামকৃষ্ণ বলে গেছেন, "যতোমত ততোপথ"। তবে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠের আনুকূল্য পাবো এতোটুকুন দৃঢ়তা মনে রয়েছে। যারা প্রতিকূল চিন্তা করবেন তাদের গঠনমূলক সমালোচনাকে আমি স্বাগত জানাবো। কারণ যৌক্তিক বিতর্কের মাধ্যমেই প্রকত সত্য উদঘাটিত হতে পারে।

কোন বিশেষ গোষ্ঠীর অবমূল্যায়ন বা কারো উচ্চমূল্যায়ন আমার অভিপ্রায় নয়। প্রচলিত আইন শিক্ষা ব্যবস্থা সমাজের কাঙ্খিত উপকারে আসছে না বলেই আমার এ ভিন্নরূপ চিন্তা। কারণ, জনগণ তথা রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নতিই আমার মূল লক্ষ্য।